নাগরিক মঞ্চ
134, Raja Rajendralal Mitra Road
Block - B, Room No.- 7, First Floor
Kolkata - 700 085
Phone : (033) 2373-1921
Fax : (033) 2373-1921
e-mail : nagarikmancha@gmail.com
NAGARIK MANCHA
Industry Labour Environment

না ম / মিনাখা / ৬০ তারিখ ৫/১০/২০১৭

(পেশাগত রোগ সিলিকোসিসে আক্রান্ত মানুষদের বিষয়ে একটি জরুরী বার্তা)

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গত ২৮/৭/২০১৫ তারিখে নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে একটি অভিযোগ জমা দিয়ে জানানো হয় যে, বিগত ২০১০-থেকে ২০১৩র সময়ে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪-পরগনা জেলার মিনাখা ব্লক সহ সুন্দরবন অঞ্চলের বহু সংখ্যক মানুষ বর্ধমান জেলার বিভিন্ন পাথর খনি ও পাথর ভাঙ্গার কারখানাতে কাজ করতে গিয়ে সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কয়েকজন মারা গেছেন আর বহু শ্রমিক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিন গুনছেন। পাথর ভাঙ্গা কারখানায় কাজ করে রোগে ভুগছেন এমন ১৮৯ জন শ্রমিকের নামের তালিকা নাগরিক মঞ্চ কমিশনকে দেয়। যে তিনটি কারখানায় কাজ ক'রে এঁরা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, সেগুলি হ'লো (১) মেসার্স লক্ষ্মী স্টোন ফ্যাক্টরি, রানিগঞ্জ, জেলা বর্ধমান, (২) মেসার্স তারামা মিনারেলস ফ্যাক্টরি, হুমরোভাটা, জেলা বর্ধমান এবং (৩) মেসার্স বালকৃষ্ণ ফ্যাক্টরি, থানা-কুল্টি, জেলা বর্ধমান। অভিযোগে বলা হয়, আক্রান্তদের মধ্যে ১৩ জন শ্রমিক মারা গেছেন আর বহু মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের যথাযথ চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করে দেওয়ার এবং যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের নিকট আত্মীয়কে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করার আবেদন জানানো হয়েছিল। (পরবর্তী সময়ে আরও ৭ জন এই রোগে আক্রান্ত প্রাক্তন শ্রমিক মারা গেছেন যা কমিশনকে জানানো হয়েছে; এর পরে, সম্প্রতি, আরও ২ জন একই রোগে আক্রান্ত প্রাক্তন শ্রমিক মারা গেছেন)।

একই ধরনের অন্য দুটি আবেদন সহ নাগরিক মঞ্চের আবেদনটি কমিশন গ্রহন করে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে এই আবেদনগুলির অনুলিপি পাঠিয়ে দিয়ে এ বিষয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহন করা হ'লো তার জবাব চায়। পরবর্তী দু'বছর সময় ধরে চলা মামলার শেষে গত ৪ মে, ২০১৭ তারিখে কমিশন তার রায় প্রদান করে ও রায়ের প্রতিলিপি নাগরিক মঞ্চের সাধারণ সম্পাদককে চিঠি কেস নং ১৩৫৮/ ২৫/ ৪/ ২০১৫ তারিখ ৫-৫- ২০১৭/ ৯ মে ২০১৭ মাধ্যমে জানায় যে মানবাধিকার রক্ষা আইন,১৯৯৩এর ১৮(এ)(আই) ধারা অনুযায়ী (সিলিকোসিসে) মৃত পাঁচ জনের নিকট আত্মীয়কে ৪ লক্ষ করে টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে হবে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারকে । এই পাঁচজন হলেন প্রয়াত বাবুসোনা ওরফে মনিরুল মোল্লা , প্রয়াত মোজাফফর মোল্লা , প্রয়াত বিশ্ব ওরফে ভিশো মণ্ডল , প্রয়াত আবুল পাইক এবং প্রয়াত বিশ্বজিৎ মন্ডল ।এই ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ২ লক্ষ টাকা নিকট আত্মীয়ের হাতে নগদে দিতে হবে এবং বাকী ২ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে দিতে হবে যার সুদ নিকট আত্মীয় নিয়মিত পেতে থাকবে।

উপরি উক্ত পাঁচ জন ছাড়া আরও পাঁচজন কে কমিশন চিহ্নিত করে বলে যে এরাও পাথর কারখানায় কাজ করতে গিয়ে সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়েছে—হোসেন মোল্লা, আজগার আলি মোল্লা, আলামিন মোল্লা, হোসেনামুল মোল্লা এবং নুর হোসেন মোল্লা যাদের মধ্যে প্রথম তিন জন মারা গেছেন বলে কমিশনের কাছে খবর আছে। কমিশন এদের এক্স-রে প্লেট চেয়ে পাঠিয়েছে পরীক্ষার জন্য। ২৪ পরগণার জেলা শাসক এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরকে নির্দেশ দিয়ে ৬ সপ্তাহের মধ্যে জানাতে বলেছে যে এই তিন জন সিলিকোসিস রোগে ভুগছিল কি না । বেঁচে থাকা বাকী দু-জনের বিষয়েও কমিশন জানতে চেয়েছে তাঁরা ঐ একই রোগে ভুগছে কিনা।

নাগরিক মঞ্চ কমিশনকে অনুরোধ করেছিলো মিনাখায় আক্রান্ত সমস্ত শ্রমিকদের পেশাগত রোগ নির্ধারণ ও রোগের যথাযথ চিকিৎসা বিষয়ক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে আক্রান্তদের নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

কিন্তু কমিশন তা করেনি। পরিবর্তে রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগ সর্বসাধারণের জন্য অন্যত্র যেমন সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজন করে থাকে তেমনই একটি শিবিরের আয়োজন করে যেখানে বিশেষ ভাবে ফুসফুসের রোগে আক্রান্তদের জন্য অতি আবশ্যিক বুকের এক্স-রে করে দেখার ব্যবস্থা করা হয়নি , অর্থাৎ পেশাগত রোগে আক্রান্তদের জন্য কোন বিশেষ স্বাস্থ্যব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে রাজ্য সরকার উপরিউক্ত প্রথম পাঁচ জন সিলিকোসিস রোগে মৃত প্রাক্তন শ্রমিকের পরিবারকে ৪ লক্ষ করে টাকা(নগদে ও ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট মাধ্যমে) প্রদান করেছে। কিন্তু আমরা যেটা বার বার বলে আসছি, মহামান্য মানবাধিকার কমিশনকে বলেছি, রাজ্য সরকার ও তার নিয়ন্ত্রনাধীন বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহকে বলেছি, সংবাদ মাধ্যম সমূহকে সংগে নিয়ে আমাদের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাটিকে প্রচার করেছি, সেটা হ'লো , মিনাখা ও সন্নিহিত এলাকার সুনির্দিষ্ট ওই ১৮৯ জন মানুষদের মধ্যে মৃতদের বাদ দিয়ে(তাঁদের পরিবার তো ক্ষতিপূরক সাহায্য পাওয়ার দাবীদার আছেনই) বাকী পেশাগত রোগে আক্রান্ত জীবিত ও জীবন্মৃত মানুষদের যথাযথ পেশাগত রোগের চিকিৎসা পাচ্ছেন না । ফলে তাঁরা ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছেন । আমরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্য সরকারকে আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি যেন তাঁরা অতি সত্বর মিনাখার ওই পেশারোগে আক্রান্ত মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পেশাগত রোগের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

নব দত্ত
সাধারণ সম্পাদক/ নাগরিক মঞ্চ
(মোঃ- ৯৮৩১১৭২০৬০)